বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , রোববার, ০৬ অক্টোবর ২০১৯

যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের কর্মসূচির মাধ্যমে ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’ উদযাপন হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শিক্ষক সংগঠনগুলো আলোচনা সভা, সেমিনারসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ‘বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা : অর্জন ও মানোন্নয়নে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে কলেজ-বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস)।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, ‘বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর কল্যাণ সুবিধা তহবিল পেতে ভোগান্তি কমেছে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী সেই ফান্ডের মধ্যে আরো টপ-আপ করেছেন যাতে দীর্ঘসূত্রিতা না থাকে। অবসর ও কল্যাণ ফান্ডের অর্থ পেতে দীর্ঘসূত্রিতা কমেছে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য তাহমিনা বেগম। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস) আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি এবং রাজধানীর তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর

রশীদ। অন্যদের মধ্যে নির্বাহী সভাপতি সিরাজুল হক আলো, সহ-সভাপতি এবং অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি বক্তব্য রাখেন। প্রবন্ধ পাঠ করেন বাকবিশিসের সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক। অনুষ্ঠানে বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর কল্যাণ সুবিধার অর্থ দ্রুত ছাড় করতে উপমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য দেন কয়েকজন শিক্ষক।

ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী আরও বলেন, ‘শিক্ষকদের যদি আমরা সঠিকভাবে মূল্য দিতে না পারি, তারা যদি সঠিকভাবে জ্ঞান চর্চা করতে না পারেন এবং অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তির দাপট বা নির্দেশনা বেশি থাকলে সেখানে শিক্ষাদান এবং জ্ঞান চর্চার পরিবেশ কোনভাবেই থাকবে না। অশিক্ষাই সেখানে বিস্তৃতি হবে এবং নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তিনি কীভাবে নৈতিকতা শিখাবে, এটা বাস্তবতা।’

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কল্যাণ তহবিল এবং অবসর সুবিধা এবং পরিচালনা পর্ষদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আহ্বান করে শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী ছিলেন বলে সাহস করে যুদ্ধ পীড়িত দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হারানোর পর মাঝের কিছু সময় আমরা বিপথে গিয়েছিলাম, আমাদের দারিদ্র্যতাকে দেখিয়ে বিদেশে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে নিজের পকেট ভারি করার রাজনীতি হয়েছে। এখন সেই রাজনীতি চলবে না। এখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই রাজনীতিকে বিদায় দিয়েছি। এ অবস্থায় আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, সেই

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষকদের বড় ভূমিকার প্রয়োজন আছে।’

স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের আলোচনা সভা :

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ‘স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ’ স্বাশিপ কর্তৃক ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভা ব্যানবেইস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাশিপ সভাপতি প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) মহাপরিচাল মো. ফসিউল্লাহ। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মনজুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু। এ প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর সাজিদুল ইসলাম, অধ্যক্ষ শরীফ আহমেদ সাদী, সাইদুর রহমান পান্না, অধ্যক্ষ মোনতাজ উদ্দিন মর্তুজা, অধ্যক্ষ তেলোয়াত হোসেন, মজিবুর রহমান বাবুল, অধ্যক্ষ ড. আবু বকর সিদ্দিক, আকলিমা খাতুন, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম প্রমুখ শিক্ষক নেতারা।

সভায় মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, ‘শিক্ষকরা শুধু মানুষ গড়ার কারিগর নয়, জাতি নির্মাণের অভিভাবকও বটে। তারা মানুষের

শ্রদ্ধার পাত্র। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষককেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কাজেই শিক্ষকরা মেধা-জ্ঞানসম্পন্ন ও নীতি আদর্শের প্রতীক হলে জাতির ভবিষ্যৎ ভালো হতে বাধ্য।'

তিনি আরও বলেন, 'পারিবারিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উভয়ের সম্মিলনে আদর্শ মানুষ সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু পরিবারে দুটি গুণাবলীই ছিল বলে তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন, একজন সৎ বিশ্বনেতাও বটে। একিধারা ও অনুশাসনে তার ছেয়ে সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল আধুনিক যুব সমাজের গর্ব, দেশের অহংকার। পক্ষান্তরে জিয়া-খালেদা পরিবারের দিকে তাকান তাহলে প্রার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। একেই বলে সুশিক্ষা ও নীতি আদর্শ। অতীতের যে কোনও অবস্থা থেকে বর্তমানে দেশের শিক্ষক সমাজের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান ভাল, এসব জননেত্রী শিক্ষা বান্ধব প্রধানমন্ত্রীর অবদান। সরকার বিশেষত : প্রধানমন্ত্রী আপনাদের যথেষ্ট সহানুভূতিশীল।'

এদিকে দুর্গাপূজার কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় 'বিশ^ শিক্ষক দিবস ২০১৯ জাতীয় উদযাপন কমিটি' চলতি মাসের শেষের দিকে শিক্ষক দিবসের কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে গতকাল কমিটির সমন্বয়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহম্মেদ স্বাক্ষরিক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।